349013 - ভাগ্নীদরে বপেরদার কারণে মামার কি হসিাব নয়ো হবে?

প্রশ্ন

জনকৈ ব্যক্তি জজ্ঞিসে করছে যে, তার বোনরে ময়েরো আঁটসাঁট পোশাক পরার কারণে তাদরে পতিা থাকা সত্ত্বওে সে কি তাদরেকে মারতে পারবে? তাদরে এ পোশাকরে কারণে সে কি গুনাহগার হবে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

ভাগ্নীদরে পতিা জীবতি থাকা অবস্থায় ভাগ্নীদরে উপর মামার কর্তৃত্ব নইে:

ভাগ্নীদরে পতিা আকলবান, শরয়ি ভারপ্রাপ্ত (মুকাল্লাফ), উপস্থতি ও জীবতি থাকা অবস্থায় ভাগ্নীদরে উপর মামার কর্তৃত্ব নইে। এটি সুবদিতি বষিয় যে, পতিা জীবতি থাকা অবস্থায় পতিার উপর সন্তানদরে তত্ত্বাবধান করা ওয়াজবি। সন্তানদরে তত্ত্বাবধান ও প্রতপিালনরে ব্যাপারে পতিাগণ আল্লাহ্র কাছে হসিাব দতিে হবে।

আব্দুল্লাহ্ বনি উমর (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: "তোমরা প্রত্যকেে দায়ত্বিশীল, প্রত্যকেকে তার অধীনস্থদরে ব্যাপারে জজ্ঞিাসাবাদ করা হবে। যনিি মানুষরে আমীর তনিি তাদরে উপর দায়ত্বিশীল; তাকে তাদরে ব্যাপারে জজ্ঞিাসাবাদ করা হবে। ব্যক্তি তার পরবিাররে উপর দায়ত্বিশীল; তাকে তাদরে ব্যাপারে জজ্ঞিাসাবাদ করা হবে। নারী তার স্বামীর বাসা ও সন্তানদরে উপর দায়ত্বিশীল; তাকে তাদরে ব্যাপারে জজ্ঞিাসাবাদ করা হবে। ক্রীতদাস তার মনবিরে সম্পদরে ব্যাপারে দায়ত্বিশীল; তাকে সে সম্পর্কে জজ্ঞিাসাবাদ করা হবে। সাবধান, জনেে রাখ; তোমরা প্রত্যকেে দায়ত্বিশীল; তোমাদরে প্রত্যকেকে তার অধীনস্থদরে ব্যাপারে জজ্ঞিাসাবাদ করা হবে।"[সহহি বুখারী (২৫৫৪) ও সহহি মুসলমি (১৮২৯)]

কন্তিু সৎকাজরে আদশে ও অসৎ কাজে নষিধেরে দকি থকেে মামার দায়ত্বি রয়ছে। যদি মামা তার ভাগ্নীদরে মধ্যে গর্হতি কছিু দখেে তার উপর আবশ্যক এর বরিোধতিা করা।

আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছে যে, তনিি বলনে: আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে

শুনছে: ‘তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন গর্হিত কিছু দেখে সে যেন তা হাত দিয়ে পরিবর্তন করে। যদি তা না পারে তাহলে যেন মুখ দিয়ে পরিবর্তন করে। যদি তা না পারে তাহলে যেন অন্তর দিয়ে করে। আর এটি হলো ঈমানের দুর্বলতর স্তর।’[সহিহ মুসলিম (৪৯)]

ইমাম নববী বলেন: “সে যেন তা পরিবর্তন করে”: উম্মতের আলেমদের ইজমার ভিত্তিতে এটি “ওয়াজিবকরণ-মূলক নির্দেশ” এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে কুরআন, হাদিস ও ইজমার দলিল সম্মিলিত হয়েছে। এবং এটি কল্যাণকামিতার অন্তর্ভুক্ত; যা হলো হলো দ্বীনদারি।

দুই:

মামা কি তার বোনের সন্তানদেরকে শাসন করতে পারবে?:

এ ধরণের ক্ষেত্রে ভাগ্নীদেরকে মামার প্রহার করার অধিকার নেই। কেননা প্রহার করার মাধ্যমে শাস্তি দেয়ার অধিকার পিতার কিংবা শিশুর উপর যার কর্তৃত্ব আছে তার; যেমন পিতা যাকে অভিভাবকের দায়িত্ব দিয়েছেন কিংবা আইনানুগ বিচারক যাকে অভিভাবক বানিয়েছে।

আল-মাওসুআ আল-ফিকহিয়্যাতে (১০/২৫) এসেছে:

“পিতামাতা তাদের সন্তানকে শিষ্টাচার শেখাতে গিয়ে প্রহার করা বিধি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত এবং পিতামাতার অনুরূপ হচ্ছে ওসিয়তপ্রাপ্ত অভিভাবক।

শিক্ষক শাসন করার কর্তৃত্ব লাভ করেন অভিভাবকের পক্ষ থেকে।”[সমাপ্ত]

কিন্তু মামা যা করছে সেটা জেনেও পিতা যদি চুপ থাকে তাহলে এটি তার পক্ষ থেকে মামা যা করবে সেটার পক্ষে স্বীকৃতি। সেক্ষেত্রে মামা তাদের প্রতিপালন ও শাসনের জন্য যেটাকে উপযুক্ত মনে করেন সেটা করার জন্য যেন তাকে দায়িত্ব দেয়া হলো।

কোন কোন পরিবারে মামার শাসন করার এমন এক মর্যাদা থাকে যে, তাকে শাসন করতে দেয়া হয়, মানুষ প্রথাগতভাবে সেটাই দেখে আসছে; কেউ এর বিরোধিতা করে না।

আর যদি পিতা মামার হস্তক্ষেপের উপর আপত্তি করেন সেক্ষেত্রে মামা কোন উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হবেন। পিতামাতাকেও উপদেশ দিবেন। কেননা তাদের মেয়েদের ব্যাপারে এটা তাদের দায়িত্ব। তারা উভয়ে শক্তি প্রয়োগ করে তাদের মেয়েদেরকে নিষিদ্ধ পোশাক পরিধান থেকে বাধা দেয়ার অধিকার রাখেন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।